যুগান্তর

তারিখ 06 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম 2

এসএসসিতে অতিরিক্ত ফি আদায়

আজ হাইকোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন মন্ত্রী এমপি ভিসি শিক্ষা সচিব

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণকারী রাজধানীর ২০ স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের আজ হাজিরা দিতে হচ্ছে হাইকোর্টে। এসব ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) বা ব্যবস্থাপনা কমিটির (জিবি) প্রধান হিসেবে বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, একাধিক সংসদ সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, শিক্ষাসচিব এবং আওয়ামী লীগের একাধিক স্থানীয় নেতা রয়েছেন।

দৈনিক যুগান্তর ১০ নভেম্বর 'এসএসসির ফরমপূরণ শুরু : আটগুণ বাড়তি ফি আদায়' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে ওইদিন হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলনিশি জারি করেন। এরপর ঢাকা বোর্ড এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে। এতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় পরে ২৬টি প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা বোর্ড শোকজ করে। কিন্তু এরপরও মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠান অর্থ ফেরত দেয়। বাকিরা বিষয়টি আমলেই নেয়নি। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করেছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দাবি, শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফির বাইরে তারা অতিরিক্ত কোনো অর্থ নেয়নি। এ অবস্থায় ঢাকা বোর্ডের পক্ষ থেকে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতিবেদন ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রাজধানীর উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ এবং এসএমসি ও জিবির সভাপতিকে তলব করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা পরিষদের (এডহক কমিটি) আহ্বায়ক হিসেবে বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপিকে আদালতে যেতে হচ্ছে হাজিরা দেয়ার জন্য। এছাড়া মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, মিরপুরের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, মিরপুর বাঙলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা এমপি, আহমেদ বাওয়ানী একাডেমি পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ সেলিম এমপি, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুদা বেগমকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এছাড়া আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা ও ব্যবসায়ীও রয়েছেন এ তালিকায়।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান সোমবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, 'হাইকোর্ট ডেকেছেন। সে কারণে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে। কাল একনেক-এর (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ) বৈঠক আছে। সেখানে হাজিরা দিয়েই কোর্টে চলে যাব।' এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে আমরা অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ তদন্ত করে এর (অভিযোগের) সত্যতা পেয়েছি। সে অনুযায়ী আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।